মহার্ঘভাতার বকেয়া ৪৯ শতাংশ প্রদান, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, ষষ্ঠ বেতন কমিশন/কমিটি গঠন, বদলি সহ রাজ্য প্রশাসন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বশাসিত বোর্ড কর্পোরেশনগুলিতে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সন্ত্রাস বন্ধ, চুক্তিতে নিযুক্ত শ্রমিক-কর্মচারী ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের নিয়মিতকরণের দাবীসহ ছয়দফা দাবীতে এবং রাজ্যে সর্বস্তরে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার লক্ষ্যে

১১ই ডিসেম্বর, ২০১৪ থেকে লাগাতার গণ-অবস্থান

এবং

১৫ই ডিসেম্বর, ২০১৪ কেন্দ্রীয় জমায়েত

প্রিয় সাথী,

পশ্চিমবাংলার রাজ্য প্রশাসন, রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত বোর্ড কর্পোরেশন ও স্বশাসিত সংস্থা, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের উপর রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাপক অর্থনৈতিক ও অধিকারগত আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বিশেষত খাদ্যদ্রব্যের লাগাম ছাড়া মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের সাথে সাথে শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের জীবনও দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। অথচ এই অংশের শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ৪৯ শতাংশ মহার্ঘভাতা বকেয়া থাকায় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে পড়েছে। বর্তমানে প্রশাসনে কর্মরত একজন কর্মচারী প্রতি মাসে মহার্ঘভাতা বাবদ ন্যূনতম ৩২৩৪ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১৭০০০ টাকার অধিক কম পাচ্ছেন। অন্যদিকে এক কিস্তি মহার্ঘভাতা প্রদানে রাজ্য সরকারের প্রতি মাসে ব্যয় হয় ২৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ ৪৯ শতাংশ মহার্ঘভাতা থেকে শ্রমিক-কর্মচারী ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের বঞ্চিত রেখে রাজ্য সরকার প্রতি মাসে ১২২৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ করে চলেছে। বামফ্রন্ট সরকারের ৩৪ বছরের শাসনকালের শেষে বকেয়া মহার্ঘভাতার পরিমাণ ছিল দুই কিস্তিতে ১৬ শতাংশ, যার মধ্যে দশ শতাংশ মহার্ঘভাতার অর্থ ২০১১-১২ সালের ভোট অন অ্যাকাউন্টস বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের মাত্র তিন বছরের শাসনে ছয় কিস্তিতে বকেয়ার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৯ শতাংশ। এর মধ্যে সাত শতাংশ হারে প্রাপ্য প্রথম দুই কিস্তি যথাক্রমে ২০১২ সালের জানুয়ারি এবং জুলাই মাস থেকে পাওনা রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ রাজ্যেই কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী ও অন্যান্যরা কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা পাচ্ছেন। অর্থাৎ এই রাজ্যে সরকারী সংস্থা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সমাজ মহার্ঘভাতার নিরিখে সর্বনিম্ন স্থানে অবস্থান করছে। ক্ষোভের বিষয় হল এই যে, একদিকে যখন বিপুল পরিমাণ মহার্ঘভাতা বকেয়া, তখন অন্যদিকে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, হরেক রকম মেলা, উৎসব, বশংবদ ও দলীয় শিল্পী, কলাকুশলী, ক্রীড়াবিদ, ক্লাব প্রভৃতিকে পুরস্কার বা সাহায্যের নামে কোটি কোটি টাকা নয়ছয় করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে নির্লজ্জতার কোন সীমা-পরিসীমা নেই।

কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের জন্য সপ্তম বেতন কমিশন গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য প্রশাসন, বোর্ড কর্পোরেশন স্বশাসিত সংস্থার শ্রমিক-কর্মচারী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের জন্য ষষ্ঠ বেতন কমিশন/কমিটি গঠনের দাবীটি উপেক্ষিত হচ্ছে। এরফলে আর্থিক বঞ্চনায় যুক্ত হতে চলেছে নতুন মাত্রা।

রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থাগুলি সব বিভিন্ন স্বশাসিত সংস্থায় নিয়মিত বেতন ও পেনশন সহ অবসরকালীন সবরকম প্রাপ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যেই পরিবহন সংস্থায় বেশ কয়েকজন শ্রমিক ও ফ্যামিলি পেনশনার আত্মহত্যা করেছেন যা এই রাজ্যে অতীতে কোনদিন হয়নি। নয়া পেনশন প্রকল্প এখন সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষকদের সামনে সৃষ্টি করেছে এক চরম অনিশ্চয়তা।

অর্থনৈতিক প্রসঙ্গগুলির পাশাপাশি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক চাপে শ্রমিক কর্মচারী শিক্ষক সমাজ পিষ্ট হয়ে পড়েছে। বর্তমানে প্রশাসনের ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কয়েক লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর পদ শূন্য পড়ে রয়েছে। এইসব শূন্য পদ পি এস সি, এস এস সি বা কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমে পূরণ করার পরিবর্তে অস্থায়ী, চুক্তি প্রথায়, অত্যন্ত কম বেতনে নিয়োগ করা হচ্ছে। নিয়োগে স্বচ্ছতা না থাকায় চলছে ব্যাপক দুর্নীতি, স্বজন-পোষণ ও দলতন্ত্র। বেকার যুবকদের বঞ্চিত করে বিভিন্ন পদে অবসরপ্রাপ্তদের নিয়োগ করা হচ্ছে। একইসাথে চলছে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের কুৎসিত প্রক্রিয়া।

সরকারী কর্মচারী ও অন্যান্যদের ধর্মঘটের অধিকার থাকা সত্ত্বেও ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করার অপরাধে (!) ডায়াস-নন্ করা হচ্ছে। শ্রমিকশ্রেণীর বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত অধিকারগুলি হরণের ষড়যন্ত্র চলছে।

শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষকদের সংগঠনগুলিকে বারংবার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে হয়রানিমূলক বদলি, শো-কজ, মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া, শারীরিক আক্রমণ, সংগঠন দপ্তর জোর করে দখল নেওয়া প্রভৃতি ঘটনা এখন নৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত। ইতোমধ্যে কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, পঞ্চায়েত কর্মচারী খুন এবং আহত হয়েছেন। দপ্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সভা করা বা বক্তব্য রাখার অধিকারও সংকুচিত করা হচ্ছে। দপ্তরে শাসকদল মদতপুষ্ট সমাজবিরোধীদের হামলার ঘটনাও ঘটছে।

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য যে ডব্লু বি এইচ এস'০৮ চালু আছে তা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করার দাবীটিও উপেক্ষিত হচ্ছে। পরন্তু শিক্ষক মহাশয়দের ই এস আই স্কীমে নেওয়ার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে।

অবস্থার এই প্রেক্ষাপটে রাজ্য প্রশাসনে কর্মরত কর্মচারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী এবং রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত বোর্ড কর্পোরেশন ও বিভিন্ন স্বশাসিত সংস্থার শ্রমিক-কর্মচারীদের ১৪টি সংগঠনের সভা থেকে ছয় দফা দাবীতে যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৪ নভেম্বর যুবকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে এক বিশাল কনভেনশন। এই কনভেনশন থেকে আগামী ডিসেম্বর মাসে লাগাতার গণ-অবস্থান এবং ১৫ ডিসেম্বর ধর্মতলা 'ওয়াই' চ্যানেলে কেন্দ্রীয় সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে। এই সমাবেশে সকলকে যোগ দিতে আহ্বান জানানো হচ্ছে।

দাবীসমূহ

১। রাজ্য সরকারী কর্মচারী এবং পঞ্চায়েত, পৌরসভা, বোর্ড-কর্পোরেশন সহ বিধিবদ্ধ সংস্থার সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারী; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া ৪৯ শতাংশ মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান করতে হবে।

২। রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারীদের ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের জন্য ষষ্ঠ বেতন কমিশন/কমিটি গঠন করতে হবে।

৩। শ্রম আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনী বাতিল সহ প্রশাসনিক দমন-পীড়ন বন্ধ করতে হবে। হয়রাণিমূলক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বদলি করা চলবে না। ধর্মঘটের অধিকারসহ ট্রেড ইউনিয়ন করার অর্জিত অধিকার রক্ষা করতে হবে।

৪। প্রশাসনে, শিক্ষাক্ষেত্রে, বিধিবদ্ধ সংস্থাসহ সর্বস্তরে স্থায়ী শূন্যপদগুলি পূরণ করতে হবে। অনিয়মিত এবং চুক্তিতে নিযুক্ত শ্রমিক-কর্মচারী ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের নিয়মিতকরণ সাপেক্ষে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত চাকরি করার সুযোগসহ নিয়মিত কর্মচারীদের ন্যায় অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। শিক্ষার অধিকার আইন বা অন্য কোন অজুহাতে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীকে কর্মচ্যুত করা যাবে না।

সরকারী পরিষেবায় নিযুক্ত সকল শ্রমিক কর্মচারীদের পেনশন সুনিশ্চিত করতে হবে।

নতুন পেনশন স্কীম বাতিল করতে হবে।

মৃত শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর পরিবারের পোষ্যের চাকরি সুনিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, পঞ্চায়েত ও বোর্ড-কর্পোরেশনের কর্মচারীদের ডব্লু বি এইচ এস-২০০৮ স্কীমের আওতাভুক্ত করতে হবে। এই স্তরের কর্মচারীদের ই এস আই-তে অন্তর্ভুক্তি চলবে না।

৫। শিক্ষার মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও সরকারী প্রতিষ্ঠানে সমাজবিরোধীদের হামলা ও আক্রমণ বন্ধ এবং গণতান্ত্রিক অধিকার সর্বত্র সুনিশ্চিত করতে হবে।

৬। নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সর্বজনীন গণবন্টন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

আহ্বায়ক

● রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ● নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি ● নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ● পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ ওয়ার্কমেনস্ ইউনিয়ন ● কলকাতা স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ● কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ● অল বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কম্যানস্ ফেডারেশন ● সাউথ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ● নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ● কলকাতা ট্রাম ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ● পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষাকর্মী সমিতি ● পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়ন ● জয়েন্ট কাউন্সিল অব এ্যাকশন অব ইউনিভার্সিটি এমপ্লয়িজ ● কে এম ডব্লু অ্যান্ড এস এ এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ● কে এম ডি এ এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন

ওয়ার্কিং টিমের পক্ষে মনোজকান্তি গুহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিও-প্রিন্ট, কলকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত।